খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সাময়িকী

msL¨v-1, fwjDg-1

mgqKvj: RjvB-‡m‡ß¤i-2010

wfZ‡ii cóvq hv Av‡Q

মাননীয় চেয়ারম্যান ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার বাণী	2
জেলা পরিষদের তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম	3
প্রসঙ্গ :পার্বত্য জেলা পরিষদের অতীত, এবং বর্তমান	4
বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বর্ণনা	5
বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বর্ণনা	6
বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বর্ণনা	7
সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	8

cavb Dc‡`óv

জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

Dc‡`óv gÛjxi m`m¨

জনাব বীর কিশোর চাকমা

জনাব চাইথোঅং মারমা

জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া

m¤úv`bv cwil`

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি- তরুন কান্তি ঘোষ

সম্পাদক- মো: আব্দুর রহমান তরফদার

নির্বাহী সম্পাদক : জীবন রোয়াজা ও শ্রাবস্তী রায়

সহসম্পাদক ও গ্রাফিক্স ডিজাইন- অবিরত চাকমা

সহযোগিতায়: মো: সাইফুল্লাহ(সাইফুল)

সম্পাদকীয়

RwZi RbK e½eÜ †kL gwRei ingvb‡K k×vÄwj

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এক উচ্চমধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনাসদস্যের আক্রমনে সপরিবারে নিহত হন।তাই সাময়িকীটি এই মহান নেতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং এ কে ফললুল হক তার রাজনীতিক দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচীতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তৎকালীন সরকারের রোষানলে পড়ে কারাভোগ করেন। মূলত এ আন্দোলনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ভিত্তি। ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন এবং এ কে ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট সরকার এক তরুণ মন্ত্রীকে পায়। তিনি ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সাংবিধানিক এসেম্বলির সদস্য হন এবং পুনরায় মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জীবনে ছিল এক কঠিন পরীক্ষা; সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে(তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) কমপক্ষে দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি ঘোষনা দেন ”এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম”। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা করেন।১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালোরাত্রিতে তিনি পাকিস্তানী শাসকগোষ্টীর নিকট গ্রেপ্তার হন যেদিন নির্বিচারে হত্যা করা হয় বাংলার নিরীহ নাগরিকদের।স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্টী তাঁকে ছাড়তে বাধ্য হয় এবং ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী তিনি স্বদেশে ফিরে ভঙ্গুর বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। স্বাধীন বাংলদেশের এই স্থপতি স্বাধীনতা লাভের ঊষালগ্নেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা সদস্যের আক্রমনে সপরিবারে নিহত হন।খুনীচক্ররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তার নীতি ও আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি অমর অক্ষয় হয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতিতে অনুপ্রাণিত এদেশের আপামর জনগণকে নিয়ে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার দেশ গড়ে তুলবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে এবং কোর্টের রায়ও আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে জাতি এ রায়ের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন চায়। আমরা বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। জাতি এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চায়না।

‡Pqvig¨vb Gi evbx

চেয়ারম্যান,

পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

শুভেচ্ছা নিবেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রথম ত্রৈমাসিক সাময়িকী প্রকাশ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। তাই এ প্রকাশনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। যে জাতি যত বেশী তথ্য সমৃদ্ধ সে জাতি তত বেশী উন্নত। বর্তমান সরকার তথ্যকে একটি অন্যতম অধিকার হিসেবে বিবেচেনা করছে। তাই আমি আশা করি এধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণ পরিষদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আরো অধিকভাবে জানতে পারবে এবং পরিষদের বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হবে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরিষদ বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে এবং সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে কমবেশী সকলের অবদান রয়েছে। তাই জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত বিভাগসহ সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা,দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম, সর্বপোরি এ জেলার জণগণকে ধন্যবাদ জানাই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উন্নয়নে জেলা পরিষদকে সহযোগিতা করার জন্য। পাশাপাশি অত্র জেলার সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য সকলকে আহবান জানাচ্ছি।

আমি আশা করি ত্রৈমাসিক সাময়িকী প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে এবং জনগণ অনেক তথ্য সমৃদ্ধ হবে।পরিশেষে সাময়িকীর সফলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

চেয়ারম্যান,

পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

gL¨ wbevnx KgKZvi evbx

gL¨ wbevnx KgKZv

পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সাময়িকী প্রকাশনা একটি মহতি উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং উৎসাহিত করি। তাই এ উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জেলায় বসবাসরত উপজাতি ও অ-উপজাতি নির্বিশেষে সকলের জীবনমান উন্নয়ন করা। এ লক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি হস্তান্তরিত বিভাগ সমুহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও এনজিও কার্যক্রম তদারকি করে আসছে। আমি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে যোগদানের পর থেকে এ ধরনের একটি প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম। কারণ পরিষদ যেসকল কাজ সম্পাদন করেছে বা করছে সে সম্পর্কে সাধারণ জনগণের অবগত হওয়া প্রয়োজন। আমি আশা করি এ ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে সকলেই জেলা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলের স্বচ্ছ ধারণা হবে।

পরিশেষে ত্রৈমাসিক সাময়িকীর সফলতা কামনাসহ এ ধরণের প্রকাশনা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সকলের মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি।

তরুন কান্তি ঘোষ

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা

পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

Z_¨ I †hvMv‡hvM chw³ wel‡q Av‡jvPbv mfv AbwóZ

wegত ১২/৭/২০১০ তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সভায় প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজাতীয় শরনার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান জনাব যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা। তিনি বলেন বর্তমান সরকারের রুপকল্প ২০২১ হলো- ডিজিটাল বাংলাদেশ। তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, ২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্ণ করবে। তাই বর্তমান সরকার মনে করে ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে জনগণ তথ্য সমৃদ্ধ হবে এবং বাংলাদেশ হবে একটি মধ্যম আয়ের দেশ। তিনি এই রুপকল্প বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা রণবিক্রম ত্রিপুরা, পরিষদের সন্মানিত সদস্য জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া, জনাব চাইথোঅং মারমা ও সাংবাদিক জনাব আজিমুল হক, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। সভাশেষে গণমাধ্যম কর্মীদের ল্যাপটপ বিতরন করা হয়।

Dc‡Rjv cwil‡`i Rb¨ Z_¨ chw³ mvgMx weZiY

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত ক্যাপাসিটি ডেবলভমেন্ট কম্পোনেন্টের আওয়াতায় গত ৩০/০৮/২০১০ তারিখ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আটটি উপজেলা পরিষদের জন্য তথ্য প্রযুক্তিসামগ্রী (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট মোডেম ও অন্যান্য সামগ্রী) বিতরন করা হয়।সকল উপজেলার চেয়ারম্যানগণকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পষিদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা তথ্য প্রযুক্তিসামগ্রী হস্তান্তর করেন। তথ্য প্রযুক্তিসামগ্রী বিতরণী অনুষ্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পষিদের সন্মানিত সদস্যবৃন্দ, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ এর খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি।

‡Rjv cwil‡` AvBwU ‡m›Uvi cwZôv

জেলা পরিষদের এনেক্স ভবনের তৃতীয় তলায় একটি আইটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । বর্তমানে সেখানে ইন্টারনেট সংযোগসহ ১০ টি কম্পিউটার রয়েছে । আইটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো আইটিসি এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং এলাকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য রয়েছে একজন আইটিসি কর্মকর্তা ও একজন সহযোগী। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। আগামীতে শিক্ষার্থী ও বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

cm½ : cveZ¨ †Rjv cwil‡`i AZxZ Ges eZgvb

মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার*

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।ইহা বাংলাদেশের এমন একটি একক বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল যেখানে পাহাড়, বন ও বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৈচিত্রতা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি উপজাতি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অ-উপজাতীয়(বাঙ্গালী) সম্প্রদায় বসবাস করছে। উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরারা সংখ্যায় বেশী। এ অঞ্চলটির প্রশাসনিক ব্যাবস্থা, বিচারিক প্রথা, ভূমির রাজস্ব আদায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন। বৃটিশ আমল হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল মূলত" Chittagong Hill Tracts Regulation 1900" অনুসারে শাসিত একটি উপজাতি অধ্যুসিত বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

১৯৮৩ সালের ৭ই নভেম্বর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারপূর্বে ইহা রামগড় সাব-ডিবিশনের অধীনে ছিল। এ অঞ্চলটি দীর্ঘদিন যাবৎ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার কারণে এ অঞ্চলে বসবাসরত জনসমষ্টি আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে। এসকল পিছিয়ে পড়া জনসমষ্টির উন্নয়নের লক্ষে ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবান) স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৮৯ সালের ৬ মার্চ, তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে পরিষদকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।২৫ জুন, ১৯৮৯ তারিখে খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং একজন উপজাতীয় চেয়ারম্যান, একুশ জন উপজাতি সদস্য ও নয় জন অ-উপজাতি এবং তিনজন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য(২জন উপজাতি ও ১ জন অ-উপজাতি) নিয়ে প্রথম পরিষদ গঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার হস্তান্তরিত সকল সরকারী দপ্তর এবং এনজিও সমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এলাকার জনগণের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য ও প্রত্যাশা অর্জনে সক্ষম হওয়ায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এ জেলার জনগণের কাছে উন্নয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ ১০ জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে যাত্রা শুরু করে । ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । শান্তি চুক্তির পরে স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পরিবর্তণ করে পার্বত্য জেলা পরিষদ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার সকল সরকারী দপ্তর এবং এনজিও সমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এলাকার জনগণের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য ও প্রত্যাশা অর্জনে সক্ষম হওয়ায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এ জেলার জনগণের কাছে উন্নয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য হলো

- জেলার আইন-শৃংখলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।
- উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;
- জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।
- বিশেষ এলাকা হিসেবে এখানে বসবাসরত পশ্চাৎপদ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন।
- এ জেলার জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকারের উন্নয়ন সাধন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয় লোকজন ও সংস্থার সমূহের সক্ষমতা, দক্ষতা ও উন্নয়ন বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ।
- মহিলা, যুবক এবং কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সমূহের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করণ।
- স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় ফলপ্রসু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠির শিক্ষার হার ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পুষ্ঠি ও প্রসূতি সেবা পৌঁছে দেয়া।
- এ অঞ্চলে শান্ড়ি ও সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশ তৈরীতে সহায়তাকরণ।

LvMovQwo cveZ¨ †Rjv cwil‡`i mvweK Dbqb Kvhµg cwiPvjbvq A‡_©i Drm gjZ `ÕwU

- পরিষদের নিজস্ব আয়
- সরকার হতে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দ

পরিষদ এখতিয়ারাধীন এলাকায় সম্পদের প্রাপ্তি ও জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ বিবেচনায় উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন করে থাকে।

- পরিষদ, এর এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে তহবিলের সংগতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।
- সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এর নিজস্ব তহবিল হতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।
- পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।
- পরিষদ এর উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নকট প্রেরণ করবে।

(বাকী অংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)

(বাকী অংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)

*লেখক: নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

wUDdv AvBwW‡qj ¯‹zj feb wbgvb

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে টিউফা আইডিয়েল স্কুল ভবনটি নির্মান করা হয়েছে। বিদ্যালয়টি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার স্বনির্ভর এলাকায় অবস্থিত।এই বিদ্যালয়টি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অন্যতম একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। প্রতি বৎসর এ স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক বৃত্তি অর্জন করে থাকে। দীর্ঘদিন যাবৎ শেণীকক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ার কারণে শ্রেণীকক্ষের চাহিদাও বেড়েছে। ভবনটি নির্মানের ফলে প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রীর সুন্দর পরিবেশে পড়ালেখা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

wbgvbvaxb ¶`‡ b-‡Mvóxi wgDwRqvg

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটি্উটের সন্নিকটে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মিউজিয়াম, যেখানে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা সংরক্ষিত থাকবে। মিউজিয়ামটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে-খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী র সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট।

meRevM A-DcRvZxq QvÎvevm wbwgZ

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার সবুজবাগ এলাকায় জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে সবুজবাগ অ-উপজাতীয় ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসটি নির্মানের ফলে শিক্ষার্থীদের সুন্দর পরিবেশে পড়ালেখা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ ছাত্রাবাসটি মূলত পিছিয়ে পড়া ও সুযোগবঞ্চিত অ-উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য নির্মান করা হয়েছে।

‡Rjv cwil‡`i gj fe‡bi DagLx m¤cmvib KvR m¤úv`b

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ কক্ষ সংকটে ভূগছে। এছাড়াও জেলা পরিষদের কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে লোকবল। তাই খাগড়াছড়িবাসীকে আরো অধিকতর সেবা নিশ্চিত করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে জেলা পরিষদের মুল ভবনের উর্ধমূখী সম্প্রসারন । যার উপরিভাগে থাকবে সম্মেলন কক্ষ, প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বসার স্থান। মূলভবনের এই উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের ফলে জেলা পরিষদের দীর্ঘদিনের কক্ষ সংকটের অবসান হয়েছে।

wbgvbvaxb †Rjv cwil‡`i M¨v‡iR Kvg cwjk e¨vivK

জেলা পরিষদের সার্বিক নিরাপত্তা তথা অত্র এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে পরিষদ ক্যাম্পাসে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যদের জন্য এবং পরিষদের পরিবহন পুলে যে সমস্ত গাড়ী রয়েছে তা সংরক্ষনের জন্য গ্যারেজ কাম পুলিশ ব্যারাক এর নির্মান কাজ চলছে। পাশাপাশি পরিষদের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক সচল রাখার জন্য ভবনের নিচতলায় স্থাপন করা হবে একটি শক্তিশালী পাওয়ার জেনারেটর। যা পরিষদে লোড শেডিংয়ের সময় বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

wbgvbvaxb †Rjv cwil` †ió nvDR

খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার কার্যলয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানে রয়েছে তিন তলা বিশিষ্ট জেলা পরিষদের রেষ্ট হাউজ নির্মমানাধীন রয়েছে। রেস্টহাউজটির নির্মানশৈলী দৃষ্টিন্দন এবং এটি নিরাপত্তার বেস্টনীর মধ্যে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত।

ভবনটির নির্মিান কাজ শেষ হলে পর্যটক এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের অবস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে পর্যটকরা খাগড়াছড়ি ভ্রমনে আকৃষ্ট হবে এবং যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

RvZxq †kvK w`e‡m e½eÜi cwZKwZ‡Z c®úgvj¨ Acb

১৫ অক্টোবর ২০১০ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর মাননীয় চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সকল সন্মানিত সদস্যবৃন্দ, মুখ্য নিবাহী কর্মকর্তা , নির্বাহী কর্মকর্তা, ভূমি কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পরিষদের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

†Rjv cwil‡`i cv³b m`‡m¨i gZ¨‡Z ‡kvK cKvk

প্রাক্তন জেলাপরিষদ সদস্য অরুণোদয় চাকমা বিগত ১৭/৮/২০১০ তারিখে রোজ মঙ্গলবার রাত ১০.১৫মি: ঘটিকার সময় পরলোক গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন।মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা এবং অনেক হিতাকাঙ্খী রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন ক্রীড়া সংগঠক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক।খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পরিষদের সন্মানিত সদস্যগণ, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরুন কান্তি ঘোষ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তার মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

BDGbwWc cwZwbwa‡`i mv‡_ cK‡íi AMMwZ mfv AbwóZ

পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তক ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ এর অর্থায়নে শিক্ষা , স্বাস্থ্য, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, জেন্ডার এবং ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি যাচাই, অগ্রগতির জন্য বাধাসমুহ চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা বিষয়ে উভয় পক্ষ নিজস্ব মতামাত উপস্থাপন করেন। ইউএনডিপি প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মি: প্যাট্রিক সুয়েটিং, চিপ অব ইমপ্লিমেন্টেশন মি: রবার্ট স্টুয়েলমেন, চিপ অব সার্ভিস ডেলিবাড়ী মি: প্রশান্ত ত্রিপুরা, জেলা ব্যাবস্থাপক মি: প্রিয়তর চাকমা এবং ক্লাষ্টার লিডার বিজনেজ ।জেলা পরিষদের পক্ষে ছিলেন সন্মানিত কাউন্সেলর জনাব বীর কিশোর চাকমা ও জনাব চাইথোঅং মারমা, মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরুন কান্তি ঘোষ, নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো আব্দুর রহমান তরফদারসহ জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

Zß gvóvi cvovi mo‡K cvKv weR wbgvb

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রকৌশল শাখার তত্ত্বাবধানে মাটিরাংগা উপজেলায় তপ্ত মাষ্টার পাড়ার সড়কে একটি পাকা ব্রিজ নির্মিত হয়েছে । ব্রিজটি নির্মানের ফলে শত শত লোকের মালামাল পরিবহণ এবং ব্যাবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়তে দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে।

wm‡jU I mbvgMÄ †Rjvq AwfÁZv wewbgq mdi

kve¯x ivq *

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ যৌথভাবে শিক্ষা , স্বাস্থ্য, কৃষি এবং ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এর অংশ হিসেবে একটি এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন করা হয়। পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেখে ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উন্নয়নে কাজে লাগানো।

আমরা বিগত ৪ আগষ্ট ২০১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০ সসদ্যের একটি দল সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম পরিদর্শনে যাই । যাবার পথে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল ্উপজেলায় লাউযাছড়া বন পরিদর্শন করি। সেখানে আমরা বহু শতবর্ষী গাছ দেখতে পাই যা বাংলাদেশে খুবই দুর্লভ এবং কুলাউড়া উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঝরনা মাধবকুন্ডের সৌন্দর্য উপভোগ করি।

মাধবকুন্ডের হিম শীতল বাতাস আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

পরের দিন প্রত্যশিত সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনে যাই। সেখানে আমাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হয়। ইন্টার-কোঅপারেসনের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ "শরিক" নামে স্থানীয় সরকারের একটি কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণ ও জবাদিহিমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা । যার ফলে স্থানীয় সরকারসমূহ স্থানীয় জনসমষ্টির উন্নয়নে, বিশেষত দরিদ্র , নারী ও পিছিয়ে পড়াদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের প্রধান কাজ হলো অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রনয়ণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো। উক্ত প্রকল্পটি রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ জেলার

ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে চেয়ারম্যান তাদের কার্যক্রম বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি পরিষদের কাঠামো, বার্ষিক আয় ব্যায়ের হিসাব এবং ইন্টার-কোঅপারেসনের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ এর মাধ্যমে শরিক নামে স্থানীয় সরকারের একটি কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা আামাদের অবগত করেন। আমাদের টিমের সদস্যরা প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা নেন। পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন সন্মানিত কাউন্সিলর জনাব বীর কিশোর চাকমা , নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: আব্দুর রহমান তরফদার এবং সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সুইনুপ্রু চৌধুরী।

সুনামগঞ্জ থেকে ফেরার পথে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করি। যা অনেককে শিক্ষা জীবনের স্মৃতিগুলি মনে করিয়ে দেয়। বিকেল বেলা প্রাকৃতিক নিসর্গ জাফলং, তামাবিল জিরো

পয়েন্ট এবং ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত হযরত শাহ জালাল ও শাহ পরান মাজার পরিদর্শন করি। পরের দিন ঢাকার ঐতিহসিক লালবাগকেল্লাসহ দর্শণীয় স্থান দেখে খাগড়াছড়িতে ফিরে আসি।

পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই মাননীয় চেয়ারম্যন, কাউন্সিলর, মুখ্য নিবাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সকলকে আমাকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই ইউএনডিপিকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য। অতি ব্যস্ততার ফাঁকে এধরণের উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। আমি আশা করি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

*লেখক:ভূমি কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

প্রকাশনায়: সম্পাদক কর্তৃক পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত। ফোন:+৮৮(০৩৭১)৬১৯৩৬, ৬২৫৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮(০৩৭১)৬১৮৭৮
ইমেইল: khdcbd@gmail.com
Website: www.khdcbd.org